বিরান মহল

শায়খে তরিকত, আমীরে আহলে সুন্নাত,
দা'ওয়াতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠাতা হযরত আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল

মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী রযবী

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর সারাদিনে ৫০বার দরূদ শরীফ পড়ে, আমি কিয়ামতের দিন তার সাথে মুসাফাহা করবো।" **(আল কওলুল বদী)**

সূচীপত্র

বিবরণ	পৃষ্ঠা	বিবরণ	পৃষ্ঠা
দরূদ শরীফের ফযীলত	২	মৃত্যুর স্মরণে পংক্তি	২২
হাসি তামাশার ঘরকে মৃত্যু একাকী করে দিলো!	৫	কান্না করতে করতে নিশ্বাস বন্ধ হয়ে গেল (ঘটনা)	২২
নিন্দার পাত্র কে?	৭	মৃত্যুকে স্মরণ করা কেন প্রয়োজন?	২৩
বাঁশের ঝুপড়ি (ঘটনা)	৮	কৌশল জিজ্ঞাসিত ব্যক্তি বেহুশ হয়ে পড়ল	২৪
ধ্বংসশীল জায়গার সাজসজ্জা সমূহ	৮		
সুউচ্চ দালান ভেঙ্গে মাটিতে মিশিয়ে দেয়া হলো (ঘটনা)	১০	সকাল বেলা কিরূপ কাটিয়েছিলেন? (ঘটনা)	২৫
হুযুর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সন্তুষ্টিই আমার জীভনে উদ্দেশ্য	১১	আবাস স্থল বিলীন (ধ্বংস) হয়ে যাবে	২৫
রহস্যময় পাথর (ঘটনা)	১৩	দুনিয়া ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে!	২৬
জ্ঞানীদের করণীয় কাজ	১৪	আজই আমল করার সুবর্ণ সুযোগ!	২৭
যখন কোন দুনিয়াবী বস্তু দ্বারা প্রশান্তি লাভ হয়.....	১৫	পরকালীন জীবনের প্রস্তুতির জন্যই ইহকালীন জীবন	২৭
বিলাস বহুর ঘর দেখে কেঁদে উঠলেন (ঘটনা)	১৬	**কাফন সম্পর্কিত ১৬টি মাদানী ফুল**	২৯
		কাফন পরিধান করানোর নিয়্যত	৩০
মৃত্যুর স্মরণ	১৭	পুরুষের কাফনের সুন্নাত	৩০
কবরের স্মরণ	১৮	কাফনের বিস্তারিত বিবরণ	৩১
নিজের সাকারাতে, মৃত্যু, গোসল, কাফন, জানাযা ও কবরের কষ্টের স্মরণ করা	২০	কাফন পরিধানের পদ্ধতি	৩২
		তথ্যসূত্র	৩৪

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ **ইরশাদ করেছেন:** "যখন তোমরা কোন কিছু ভুলে যাও, তখন আমার উপর দরূদ শরীফ পড়ো اِنْ شَآءَاللہ স্মরণে এসে যাবে।" **(সা'য়াদাতুদ দা'রাঈন)**

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ ط

اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط

বিরান মহল

শয়তান আপনাকে লাখো বাধা প্রদান করবে, তবুও এই পুস্তিকাটি সম্পূর্ণ পাঠ করে আখিরাতের কল্যাণ সাধন করুন।

দরূদ শরীফের ফযীলত

প্রিয় নবী, রাসূলে আরবী, হুযুর পূরনুর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم **ইরশাদ করেছেন:** "যে ব্যক্তি আমার উপর সারা দিনে এক হাজার বার দরূদে পাক পাঠ করে, সে ততক্ষণ পর্যন্ত মৃত্যু বরণ করবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত নিজের স্থান জান্নাতের মধ্যে দেখে না নিবে।"

(আত্তারগীব ওয়াত তারহীব, ২য় খন্ড, ৪৯৯ পৃষ্ঠা, হাদীস: ২৪৮৩)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

হযরত সায়্যিদুনা জুনাইদ বাগদাদী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: একদা আমার কুফা নগরীতে গমনের সুযোগ হয়েছিল। সেখানে এক ধনী ব্যক্তির একটি সুন্দর প্রাসাদ আমার দৃষ্টি গোচর হলো। স্থাপত্যের অনুপম কারুকার্যে দালানটি বিলাসীতা ও প্রাচুর্য্যের অমর সাক্ষী হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। দালানের দরজায় অগণিত চাকর চাকরানীর ভিড়

পরিলক্ষিত হল। প্রাসাদের দরজায় বসে এক সুকণ্ঠের অধিকারী যুবতী নিচের চরণটি মধুর সুরে আবৃত্তি করছিল।

اَلَا يَادَارُ لَا يَدْخُلِكِ حُزْنٌ وَّلَا يَعْبَثُ بِسَاكِنِكِ الزَّمَانُ

অর্থাৎ "হে সুন্দর দালান! তোমার মধ্যে হতাশা ও অস্থিরতা কখনও বিরাজ করবে না এবং যুগের পরিবর্তন তোমার মধ্যে বসবাস কারীদেরকে কখনও বিলীন করতে পারবে না।"

তিনি বলেন, কিছুদিন পর পূনরায় ঐ দালানের নিকট দিয়ে আমার যাওয়ার সুযোগ হল, আমি দেখতে পেলাম, প্রাসাদের দরজা আজ অন্ধকারে আচ্ছন্ন হয়ে গিয়েছে, চাকর চাকরানীর ভিড় আজ দরজায় দেখা যাচ্ছে না, ময়লা আবর্জনার স্তুপে দালানটি আজ বিরান মহলে পরিণত হয়ে পড়েছে। অবস্থা দেখে মনে হল, কালের পরিবর্তনে ও আঘাতে প্রাসাদটি আজ ধ্বংস হয়ে পড়েছে। ধ্বংসলীলার কারণে দালানটির দেয়াল আজ বিলাসীতা ও স্বাচ্ছন্দ্যের পরিবর্তে ধ্বংসের ও অস্থায়িত্বের রূপ ধারণ করেছে। আনন্দ উৎফুল্লতা, হাসি তামাশার পরিবর্তে দালানটিতে আজ ব্যথা বেদনার করুন সুর শুনা যাচ্ছে।

তিনি বলেন, আমি প্রাসাদটির এ করুন পরিণতির কারণ জিজ্ঞাসা করে জানতে পারলাম, প্রাসাদটির মালিক সে বিত্তশালী ব্যক্তিটি নশ্বর জীবন ত্যাগ করেছে। চাকর বাকর সবাই বিদায় নিয়ে চলে গিয়েছে। আনন্দ উৎফুল্ল, কোলাহলপূর্ণ ঘরটি তাই আজ নির্জন ও

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যার নিকট আমার আলোচনা হলো এবং সে আমার উপর দরূদ শরীফ পড়লো না, সে জুলুম করলো।" **(আব্দুর রাজ্জাক)**

জনমানবশূন্য বিরান মহলে পরিণত হয়ে পড়েছে। যে ঘরটি প্রতিদিন অগণিত মানুষের সমাগমে মুখরিত ছিল, সে ঘরটিকে আজ নিরবতায় ঘিরে ফেলেছে। হযরত সায়্যিদুনা জুনাইদ বাগদাদী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: আমি সে জনমানবশূন্য মহলটির দরজায় কড়াঘাত করলে মহলের ভিতর থেকে একজন বৃদ্ধার মৃদু আওয়াজ শুনতে পেলাম। আমি তাকে জিজ্ঞাসা করলাম, এ দালানেরর মনোরম দৃশ্যবলী ও চাকচিক্যপূর্ণরূপ সৌন্দর্য্য ধ্বংস হওয়ার কারণ কি? এর আলোক রশ্মি, ঝিলমিল বাতি সমূহ্ আজ দেখা যাচ্ছে না কেন? এ দালানে বসবাস করীরা আজ কোথায়? আমার প্রশ্নে বৃদ্ধা মহিলাটি কেঁদে কেঁদে সে বিলীন হয়ে যাওয়া দালানটির করুন ও হৃদয় বিদারক ঘটনা আমাকে শুনাতে লাগল। সে বলল: এ দালানটির অধীবাসীরা অস্থায়ীভাবে এখানে বসবাস করেছিল। দূর্ভাগ্যের কারণে আজ তারা সময়ের পরিবর্তনে দালান হতে কবরে চলে গিয়েছে। কালের বিবর্তনে বিলীন হয়ে যাওয়া দালানটির অধীবাসীদের আমোদ-প্রমোদ, ভোগ বিলাস ও তাদের যাবতীয় ধন সম্পদ ও সূখ স্বাচ্ছন্দ্যের উপর আঘাত হেনেছে। এটা কোন নতুন কথা নয়, বরং এটা দুনিয়ার চিরাচরিত নিয়ম, **আল্লাহর** অন্যতম বিধান, যারাই এ ধ্বংসশীল পৃথিবীতে আগমন করবে এবং পার্থিব ধন সম্পদ ও ভোগ বিলাসে মগ্ন থাকবে, একদিন তাদেরকে মৃত্যু বরণ করতে হবে এবং ধ্বংসশীল জীবনের এ ক্ষণস্থায়ী সূখ শান্তি ত্যাগ করে অন্ধকার কবরের বাসীন্দা হতে হবে। যে দুনিয়ার সাথে ভদ্র আচরণ করবে, দুনিয়া একদিন অবশ্যই তার সাথে অভদ্র

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যার নিকট আমার আলোচনা হলো এবং সে আমার উপর দরূদ শরীফ পড়লো না, সে জুলুম করলো।" **(আব্দুর রাজ্জাক)**

আচরণ করবে। তিনি বলেন: অতঃপর আমি সে মহিলাটিকে জিজ্ঞাসা করলাম, একদা আমি এ প্রাসাদের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় একজন সুকণ্ঠের অধিকারী যুবতিকে এ দালানের দরজায় বসে মধূর কণ্ঠে এ চরণটি আবৃত্তি করতে শুনেছিলাম।

اَلَایَادَارُ لَا یَدْخُلْكِ حُزْنٌ وَّلَا یَعْبَثْ بِسَاكِنِكِ الزَّمَانُ

অর্থাৎ "হে সুন্দর দালান! তোমার মধ্যে হতাশা ও অস্থিরতা কখনও বিরাজ করবে না এবং যুগের পরিবর্তন তোমার মধ্যে বসবাস কারীদেরকে কখনও বিলীন করতে পারবে না।"

সে সুগায়িকা মহিলাটি কে? আমার প্রশ্নে মহিলাটি ফুঁফিয়ে ফুঁফিয়ে কেঁদে উঠল এবং বলল: সে হতভাগা গায়িকাটি আমিই। আমি ব্যতীত এ বিলীন হয়ে যাওয়া প্রাসাদটির অধীবাসীদের আর কেউ জীবিত নেই। অতঃপর মহিলাটি করুণ হৃদয়ে একটি দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে বলল, আফসোস সে ব্যক্তির জন্য, যে এ ক্ষণস্থায়ী ভোগ বিলাস ও আরাম আয়েশে মগ্ন হয়ে পড়েছে, আর মৃত্যুর কথা একেবারে ভূলে গিয়েছে। **(রওজুর রিয়াহিন, ২০৪ পৃষ্ঠা)**

হাসি তামাশার ঘরকে মৃত্যু একাকী করে দিলো!

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! সময়ের পরিবর্তনে পার্থিব ভোগ বিলাস ও আরাম আয়েশে মত্ত একটি সুন্দর দালানের অধীবাসীরা মৃত্যুর পথ অতিক্রম করতে গিয়ে কিভাবে ধ্বংস হল, বিরান মহলের

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেনঃ "আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করো, **আল্লাহ পাকা** তোমাদের উপর রহমত নাযিল করবেন।" (ইবনে আ'দী)

ঘটনাটি তার একটি বাস্তব প্রমাণ। ঘটনাটি আমাদেরকে দুনিয়ার ক্ষণস্থায়ী ধন সম্পদ ও বিলাসীতার বেড়াজালে নিপতিত না হওয়ার জন্য একটি মূল্যবান উপদেশবানী ও শিক্ষণীয় দৃষ্টান্ত উপহার দিয়েছে। হায়! প্রাসাদের অধীবাসীরা পার্থিব ভোগ বিলাসে সর্বদা ব্যস্ত ছিল, ধ্বংসশীল জীবন যে স্থায়ী নহে, সে চিন্তা ভাবনা কখনও তাদের মনে ছিল না, এ পৃথিবীর সকল মানুষকে যে একদিন মৃত্যুর অমিয় সুধা পান করতে হবে, তা তারা একেবারে ভুলে গিয়েছিল। তারা সদা সর্বদায় দুনিয়ার আমোদ প্রমোদ, আনন্দ উল্লাসে লিপ্ত ছিল। মৃত্যু থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য এ ক্ষণস্থায়ী জগতে সুদৃঢ় আকাশ ছোয়া দালান, দালানকোঠা নির্মাণ করে দৃষ্টিনন্দন নির্মাণ সামগ্রী ও অনুপম কারুকার্য দ্বারা সেগুলোকে সৌন্দর্য্যমন্ডিত করে কবরের ভয়ানক অন্ধকারময় জীবনের কথা ভুলে গিয়ে বিভিন্ন রকম আলোক উজ্জল বাতি দ্বারা তাদের নির্মিত দালান কোঠাকে, অট্টালিকা সমূহকে আলোকিত ও সুসজ্জিত করার কাজে তারা লিপ্ত ছিল। পরিবার বর্গের অস্থায়ী ভালবাসা, বন্ধু-বান্ধবদের সাময়িক সহচর্য চাকর বাকর, শুভকাঙ্খীদের তোষামোদে মোহিত হয়ে তারা কবরের একাকিত্ব ও নিসঙ্গ জীবনের কথা ভুলে গিয়েছিল।

কিন্তু হায়! ধ্বংসের বজ্রধ্বনি, মৃত্যু নামক ঘুর্নিবাতের তান্ডব লীলা তাদের যাবতীয় ভোগ বিলাস, আরাম আয়েশকে লন্ডভন্ড করে দিয়ে দুনিয়াতে চিরদিন থাকার তাদের সকল আশা ভরসা ও খায়েশ ধ্বংস করে দিল। তাদের আমোদ প্রমোদ হাসি তামাশার ঘরকে মৃত্যু

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেনঃ "যে ব্যক্তি আমার উপর জুমার দিন ২০০বার দরূদ শরীফ পড়ে, তার ২০০ বছরের গুনাহ ক্ষমা হয়ে যাবে।" **(কানযুল উম্মাল)**

একাকী করে দিল, আলোক উজ্জল বাতিতে সুসজ্জিত দালান কোঠা হতে মৃত্যু তাদেরকে অন্ধকার কবরে স্থানান্তর করে দিল। যে প্রাসাদের বাসীন্দারা কিছুক্ষণ আগেও পরিবারবর্গ, বন্ধুবান্ধবদের সাহচর্যে ধন্য ছিল, ধন সম্পদ ও ভোগ বিলাসীতায় খুশি মনে লিপ্ত ছিল, হায়! তারা আজ ভয়ানক অন্ধকার কবরে নিঃসঙ্গতা ও একাকিত্বের যাতনা ভোগ করছে।

আজল নে নাহ কিসরা হী ছোড়া না দারা,
ইচি ছে সিকান্দর সা ফাতেহ ভী হারা।
হার ইক লেয়কে কিয়া কিয়া নাহ হাসরাত সিদহারা,
পড়া রাহ গিয়া সব ইউ নেহী টাট্ সারা।
জাগা জী লাগানে কী দুনইয়া নেহী হে,
ইয়ে ইবরত কি জা হে তামাশা নেহী হে।

নিন্দার পাত্র কে?

উপরোক্ত কাহিনীর শেষভাগে বৃদ্ধা রমনীর নসীহতেও আমাদের শিক্ষা গ্রহণের অসংখ্য মাদানী ফুল রয়েছে। কিন্তু আফসোস! সে ব্যক্তির জন্য, যে দুনিয়ার ধোকার শিকার হওয়ার পরও দুনিয়ার লোভ লালসার লিপ্ত রয়েছে এবং মৃত্যুর কথা একেবারে ভুলে গিয়েছে। বাস্তবে যে দুনিয়ার প্রতারণার বেড়াজালে পতিত হয়ে মৃত্যু, কবর ও পরকালীন জিন্দেগীর কথা ভুলে যাবে এবং **আল্লাহ পাক**কে সন্তুষ্ট করার মত সৎকাজ না করবে, সে দুনিয়াতে নিন্দার পাত্র হয়ে জীবন যাপন করবে। দুনিয়ার প্রতারণা হতে বিরত থাকার জন্য মহান

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি জুমার দিন আমার উপর দরূদ শরীফ পড়বে, কিয়ামতের দিন আমি তার জন্য সুপারিশ করবো।” **(কানযুল উম্মাল)**

আল্লাহ্ তায়ালা আমাদেরকে সতর্ক করে দিয়ে পবিত্র কুরআনের ২২ পারা সুরা ফাতির ৫র্ম আয়াতে ইরশাদ করেছেন:

يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اِنَّ وَعْدَ اللّٰهِ حَقٌّ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا ۥ وقفة

(পারা- ২২, সূরা- ফাতির, আয়াত- ৫)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: “হে মানবকুল! নিশ্চয়ই **আল্লাহ**র প্রতিশ্রুতি সত্য, সুতরাং পার্থিব জীবন যেন তোমাদেরকে প্রতারিত না করে।

বাঁশের ঝুপড়ি (ঘটনা)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! নিশ্চয়ই যে ব্যক্তি মৃত্যু ও পরকালীন জীবন সম্পর্কে সচেতন, সে কখনও দুনিয়ার লোভ লালসা ও আরাম আয়েশের ফাঁদে পতিত হবে না। হযরত সায়্যিদুনা নূহ عَلَيۡهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام সাধারণ একটি বাঁশের ঝূপড়িতে বসবাস করতেন, তাঁকে কেউ বললেন: আপনি এর চেয়ে একটি উত্তম ঘর নির্মাণ করে তাতে বসবাস করলে আপনার জন্য খুবই ভাল হত। জবাবে তিনি বললেন: যাকে এই দুনিয়া থেকে চলে যেতে হবে, তাঁর জন্য এই বাঁশের ঝুপড়িই যথেষ্ট। **(তারিখে দামেস্ক লি ইবনে আসাকির, ৬২/২৮০)**

ধ্বংসশীল জায়গার সাজসজ্জা সমূহ

আফসোস! মুসলমানদের একটি অংশ মৃত্যুর প্রতি উদাসীনতার কারনেই দুনিয়াতে আকাশ ছোঁয়া সুন্দর দালান নির্মানে বেশিব্যস্ত হয়ে পড়েছে। আমরা আমাদের দালানকোঠা সমূহকে

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “আমার প্রতি অধিকহারে দরূদ শরীফ পাঠ করো, নিশ্চয় আমার প্রতি তোমাদের দরূদ শরীফ পাঠ, তোমাদের গুনাহের জন্য মাগফিরাত স্বরূপ।” (জামে সগীর)

অনুপম নির্মানশৈলী সুন্দর কারুকার্য, ইংলিশ বাথরুম, আমেরিকান কিচেন, মার্বেল পাথরের ফ্লোর, মনোহারী বিলাস দ্রব্য, হৃদয়হারা আসবাবপত্র, ঝিলমিলকারী বাতি ইত্যাদি দ্বারা সুসজ্জিত ও সুশোভিত করার কাজে মগ্ন আছি, অথচ নেকীর মাধ্যমে আপন কবরকে সজ্জিত করার দিকে মনোযোগী হই না। এ প্রসঙ্গে কোন এক আরবী কবি ব্যথা ভারাক্রান্ত হৃদয়ে আমাদেরকে বুঝাতে চেষ্টা করেছেন,

زَيَّنْتَ بَيْتَكَ جَاهِلًا وَّعَمَرْتَهٗ   وَلَعَلَّ غَيْرَكَ صَاحِبُ الْبَيْتِ

مَنْ كَانَتِ الْاَيَّامُ سَائِرَةً بِهٖ   فَكَاَنَّهٗ قَدْ حَلَّ بِالْمَوْتِ

وَالْمَرْءُ مُرْتَهِنٌ بِسَوْفَ وَلَيْتَ   وَهَلَاكُهٗ فِي السَّوْفِ وَاللَّيْتَ

فَلِلّٰهِ دُرُّفَتًى تَدَبَّرَ اَمْرَهٗ   فَغَدَا وَرَاحَ مُبَادِرَ الْمَوْتِ

পংক্তি সমূহের অনুবাদ: (১) পার্থিব সাময়িক ভোগ বিলাসে মোহিত হয়ে এবং পরকালীন অনন্ত জীবন সম্পর্কে তোমার অজ্ঞতার কারনেই তুমি আজ তোমার এ ক্ষণস্থায়ী বাসস্থানকে সুসজ্জিত ও সুন্দর করতে ব্যস্ত হয়ে পড়েছ। অথচ তুমি জাননা, এ ঘর তোমার চিরস্থায়ী ঘর নয়। তোমার মৃত্যুর পর অন্য ব্যক্তিই তোমার এ বিলাসবহুল বাসস্থানের মালিক হবে। (২) যাকে সময় কবরের দিকে নিয়ে যাচ্ছে, সে যেন মৃত্যুর সাথে আলিঙ্গন করছে। অর্থাৎ কালের পরিবর্তনের ফলে মানুষের হায়াত দিন দিন হ্রাস পেয়ে মানুষ কবরগামী হচ্ছে, তাই আজ সে ইহলোক ত্যাগ না করলেও ভবিষ্যতে তাকে এ সুন্দর দুনিয়া ছেড়ে পরপারের যাত্রী হতে হবে। (৩) মানুষ পার্থিব ধন সম্পদ

অর্জনের লোভ লালসার ফাঁদে আটকা পড়ে আছে। অথচ সে মিথ্যা লোভ লালসার মধ্যে তার ধ্বংস ও পতন যে অন্তর্হিত রয়েছে, তা সে জানে না। (৪) সে যুবকের প্রতিদান **আল্লাহ পাকের** হাতেই সমর্পিত, যে নিজের কবর ও পরকালীন জিন্দেগীর সফলতা কামনায় সদা সর্বদা ব্যস্ত এবং সকাল-সন্ধ্যা সর্বদাই মৃত্যুর প্রস্তুতি গ্রহনে ব্যস্ত।

সুউচ্চ দালান ভেঙ্গে মাটিতে মিশিয়ে দেয়া হল (ঘটনা)

নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর নিকট বিলাস বহুল গৃহ যে কতই ঘৃণিত ও নিন্দিত ছিল, তা আবু দাউদ শরীফের নিম্নোক্ত বর্ণনা দ্বারা সহজেই অনুধাবন করা যায়। হযরত সায়্যিদুনা আনাস رَضِیَ اللهُ عَنْهُ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: "একদা **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কোথাও যাচ্ছিলেন, আমরাও তাঁর সাথে ছিলাম। পথিমধ্যে তিনি একটি সুউচ্চ দালান দেখে জিজ্ঞাসা করলেন, এটা কি? আমরা বললাম, এটা অমূখ আনসারীর ঘর।এটা শুনে **রাসূলুল্লাহ** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم নীরব রইলেন এবং মনে মনে দুঃখ অনুভব করলেন। অতঃপর ঐ ঘরের মালিক এসে আমাদের সম্মূখে **নবী করীম, রউফুর রহীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে সালাম দিলেন। কিন্তু **রাসূলুল্লাহ** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তাঁর সালামের কোন জবাব না দিয়ে তাঁর দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিলেন। আনসারী লোকটি **রাসূলুল্লাহ** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে বারবার সালাম দেয়ার পরও **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم একবারও তাঁর সালামের কোন জবাব দিলেন না বরং তাঁর দিক থেকে মুখ ফিরিয়েই রইলেন। অবশেষে আনসারী লোকটি

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি কিতাবে আমার উপর দরূদ শরীফ লিখে, যতক্ষণ পর্যন্ত আমার নাম তাতে থাকবে, ফিরিশতারা তার জন্য ক্ষমা চাইতে থাকবে।" (তাবারানী)

তাঁর উপর **রাসূল** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর অসন্তুষ্টি অনুমান করতে পারলেন। তাই তিনি **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সাথে সফররত সাহাবাদেরকে তাঁর উপর **রাসূল** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর অসন্তুষ্টির কথা জানালেন এবং বললেন, **আল্লাহ**র কসম! আমি আমার উপর **রাসূলুল্লাহ** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে অসন্তুষ্ট দেখতে পাচ্ছি। সাহাবায়ে কিরামগণ আনসারী লোকটিকে জানালেন, এ পথ দিয়ে যাওয়ার সময় তোমার সুন্দর দালানটি **নবী করীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর নজরে পড়েছিল, আমাদের ধারণা, তোমার বিলাস বহুল প্রাসাদটিই সম্ভবত তোমার উপর **রাসূল** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর অসন্তুষ্টির কারণ হতে পারে। এটা শুনে আনসারী লোকটি তাঁর প্রাসাদের নিকট গিয়ে তা ভেঙ্গে চুরমার করে মাটির সাথে মিশিয়ে দিলেন।

হুযুর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সন্তুটিই আমার জীবনের উদ্দেশ্য

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! এটাই ছিল **রাসূল** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রতি সাহাবাগণের অগাধ ভালবাসার বাস্তব নমুনা। **হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রেমে দগ্ধ হয়ে আনসারী লোকটি নিজের শ্রম ও অর্থে নির্মিত বিলাস বহুল প্রাসাদটি ধ্বংস করতে সামান্যতমও চিন্তিত হননি। বিখ্যাত মুফাচ্ছিরে কুরআন, মুফতি আহমদ ইয়ার খাঁন নঈমী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ উদ্ধৃত হাদীসের ব্যাখ্যায় বলেছেন, **রাসূল** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আনসারী লোকটিকে তাঁর দালানটি ভেঙ্গে ফেলারও নির্দেশ দেননি এবং এরকম দালান নির্মান করা যে ইসলামের দৃষ্টিতে সম্পূর্ণরূপে

অবৈধ, তাও বলেননি। আনসারী লোকটি শুধু মাত্র নিজ ধারণার ভিত্তিতে বুঝে নিয়েছিলেন যে, সম্ভবত এ দালানের কারণেই **রাসূলুল্লাহ** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তাঁর উপর অসন্তুষ্ট হয়ে পড়েছিলেন এবং এ দালানই তাঁর এবং **রাসূল** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর ভালবাসার মাঝে তিক্ততার বীজ বপন করছিল এবং প্রিয় নবীর সান্নিধ্য লাভে অন্তরায় সৃষ্টি করেছিল। তাই তিনি কাল বিলম্ব না করে সাথে সাথেই নিজ হস্তে দালানটি ভেঙ্গে চুরমার করে দিলেন। দালানটি ভেঙ্গে চুরমার করার মধ্যে সম্পদের অপচয় করাও তাঁর উদ্দেশ্য ছিলনা। বরং দালানটি ভেঙ্গে ফেলার মধ্যে তাঁর মূল উদ্দেশ্য ছিল **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সন্তুষ্টি অর্জন। অনেক সম্পদ ব্যয়ে নির্মিত বিলাস বহুল প্রাসাদ ধ্বংসের মাধ্যমে যদি প্রিয় নবীর সন্তুষ্টি অর্জন করা যায়, তাহলে এর চেয়ে সস্তা ও সহজলভ্য পণ্যদ্রব্য আর কি হতে পারে। একমাত্র **রাসূল** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সন্তুষ্টি ও ভালবাসাই তো পরকালীন মুক্তির পথ সুগম করতে পারে এবং জান্নাতের অনাবিল সুখ শান্তির নিশ্চয়তা দিতে পারে। **আল্লাহ পাকের** সন্তুষ্টি লাভের জন্যই তো মুসলিম জাতির জনক হযরত সায়্যিদুনা ইব্রাহীম عَلٰى نَبِيِّنَا وَعَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام, নিজ পুত্র ইসমাইল عَلٰى نَبِيِّنَا وَعَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام এর গলায় চুরি চালাতে প্রস্তুত হয়েছিলেন। পিতা সায়্যিদুনা হযরত ইব্রাহীম عَلٰى نَبِيِّنَا وَعَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام কর্তৃক পুত্র সায়্যিদুনা হযরত ইসমাইল عَلٰى نَبِيِّنَا وَعَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام কে যবেহের ঘটনা পবিত্র কুরআনে বর্ণিত আছে। আর পিতা কর্তৃক নিজ পুত্রকে যবেহ করা এটা সে সমস্ত মহাপুরুষ ও নবী রাসূলদের জন্য খাস, সাধারণ মানুষের

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর একবার দরূদ শরীফ পড়ে, **আল্লাহ পাক** তার উপর দশটি রহমত নাযিল করেন।" **(মুসলিম শরীফ)**

জন্য নহে। তাই বর্তমানে কেহ স্বপ্নে আদিষ্ট হয়ে যদি নিজ পুত্রকে যবেহ করে, তাহলে সে হত্যাকারী সাব্যস্ত হয়ে জাহান্নামের অতল গহ্বরে নিক্ষিপ্ত হবে। **(মিরআত শরহে মিরআত)**

নেহী চাহেতা হুকুমত নেহী সালতানাত হে পানা,
মেরী জিন্দেগী কা মাকসদ হে হুযুর কো মানানা

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

রহস্যময় পাথর (ঘটনা)

হযরত সায়্যিদুনা আবু যাকারিয়া তাঈমী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ হতে বর্ণিত, তিনি বলেছেন: "একদা খলিফা সুলাইমান বিন আবদুল মালিক মসজিদুল হারামে বসা ছিলেন, এমন সময় তাঁর নিকট একটি পাথর খন্ড আনা হল। পাথরটিতে খোদাই করা কিছু লিখা ছিল যা তিনি পড়তে পারলেন না। তাই তিনি উহা পড়তে পারে এমন একজন লোককে তলব করলেন। অতঃপর বিখ্যাত তাবেয়ী হযরত সায়্যিদুনা ওহাব বিন মুনাব্বিহ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এসে তা পড়ে দিলেন। পাথর খন্ডটিতে যা লিখা ছিল তা হল, "হে আদম সন্তান! তুমি যদি জানতে পার তোমার মৃত্যু সন্নিকটে, তাহলে তুমি তোমার দীর্ঘ আশা-আকাঙ্খা পরিত্যাগ করে তোমার সৎকাজের সরঞ্জাম বৃদ্ধিতে মনোনিবেশ কর এবং দুনিয়ার লোভ লালসার মোহ ত্যাগ করে মৃত্যুর প্রস্তুতি গ্রহণে লেগে যাও।

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেনঃ "আমার উপর অধিক হারে দরূদে পাক পাঠ করো, নিঃসন্দেহে এটা তোমাদের জন্য পবিত্রতা।" (আবু ইয়ালা)

স্মরণ রাখিও! তুমি যদি পূণ্য অর্জনে ব্যর্থ হও, তাহলে কিয়ামত দিবসে তোমাকে অপমান ও গ্লানির বোঝা বহন করতে হবে এবং তোমাকে কঠিন শাস্তির সম্মূখীন হতে হবে। তুমি জেনে রেখ, কিয়ামত দিবসে তোমার পরিবারবর্গ তোমাকে ত্যাগ করবে। তোমাকে কষ্টে ফেলে তোমার পিতা মাতা, সন্তান-সন্ততি, আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব সকলই তোমার নিকট থেকে দূরে পালাবে। তাদের কেহই সেদিন তোমার সাথে থাকবে না। সেদিন তুমি পূনরায় দুনিয়াতে প্রত্যাবর্তনও করতে পারবে না এবং তোমার পূন্যে কোন কিছু সংযোজনও করতে পারবে না। তাই এ অপমান ও গ্লানিময় সময় আগমনের পূর্বেই তুমি তোমার পরকালীন জীবনের মঙ্গলের জন্য সৎকাজে মনোনিবেশ কর।" (যম্মুল হাওয়া, ৫০তম অধ্যায়, ৪৯৮ পৃষ্ঠা)

উহ হে আয়শ ও ইশরত কা কুয়ী মহালবী, যাহা তাক মে হার গড়ি হুয়া আজল বি, বাস! আব আপনি উছ জুহুল ছে নিকেল বি, ইয়ে জিনে কা আন্দাজ আপনা বদল বি, জাগা জি লাগানে কি দুনিয়া নেহী হে, ইয়ে ইবরত কি জা হে তামাশা নেহী হে।

জ্ঞানীদের করণীয় কাজ

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! জ্ঞানীদের জন্য অত্যন্ত প্রয়োজন যে, তারা যেন তাদের অতীত জীবনের পাপের হিসাব নিকাশ করে সৎকাজের মাধমে তাদের ভবিষ্যত জীবনকে সুন্দরভাবে গড়ে তোলে পবিত্র নিয়তে তা থেকে তওবা করে নেয়। দীর্ঘদিন দুনিয়াতে জীবিত থাকার আশা আকাঙ্খার ফাঁদে পতিত না হয়ে কবর ও পরলৌকিক

জীবনের অনাবিল সূখ শান্তি লাভের জন্য সৎকাজে মনোনিবেশ করে। ঐশ্বর্য, প্রাচুর্য, ধনসম্পদ ও পরিবার পরিজনের ভালবাসায় মোহিত হয়ে তারা যেন সৎকাজ থেকে বিরত না থাকে এবং পাপে নিমজ্জিত না হয়ে পড়ে। কেননা যতদিন মানুষের জীবন থাকবে ততদিনই ধন সম্পদ মানুষের কাজে আসবে। যেদিন জীবন প্রদীপ নিভে যাবে। সেদিন ধনসম্পদ, ঐশ্বর্য-প্রাচুর্য সবই মূল্যহীন হয়ে পড়বে। আর মানুষের পূণ্যই তার কবর, পরকালীন এমন কি ইহকালীন জীবনেও কাজে আসবে।

আজিজ, আহবাব, সাথী, দম কে হে, সব চোট জাতে হে।
জাহা ইয়ে তার টোটা, সারে রিশতা টুট জাতে হে।

যখন কোন দুনিয়াবী বস্তু দ্বারা প্রশান্তি লাভ হয়.....

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! পরকালীন ধ্যানধারণা আমাদের মনে তখনই উদিত হবে, যখন আমরা মৃত্যুর কথা সদা সর্বদা স্মরণ করতে থাকব, মৃত্যুকে সদা সর্বদা আমাদের দৃষ্টিগোচরে রাখব এবং এ ধ্বংসশীল জগতের যাবতীয় অস্থায়ী বস্তু সমূহের লোভ লালসা আমাদের মন থেকে চিরতরে ধূয়ে মুছে ফেলে দেব। এ দুনিয়ার কোন মোহনীয় বস্তু দেখে আমাদের মন আনন্দিত হলে সাথে সাথে আমাদেরকে স্মরণ করতে হবে এসব বস্তু অচিরেই ধ্বংস হবে অথবা এসব বস্তু ত্যাগ করে আমাদেরকে একা এ দুনিয়া হতে বিদায় নিতে হবে।

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তির নিকট আমার আলোচনা হলো আর সে আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করলো না, তবে সে মানুষের মধ্যে সবচেয়ে কৃপণ ব্যক্তি।" (আত্ তারগীব ওয়াত্ তারহীব)

জব ইস বযম ছে উঠ গেয়ে দোস্ত আকছর,
আওর উঠতে চলতে জারে হে হে বরাবর।
ইয়ে হার ওয়াক্ত পেশে নযর জব হে মনযর,
ইহা পর তেরা দিল বেহেলতা হে কিউনকর।

বিলাস বহুল ঘর দেখে কেঁদে উঠলেন (ঘটনা)

একদা সায়্যিদুনা ইবনে মুতি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ তাঁর নির্মিত বিলাস বহুল ঘর দেখে আনন্দে আত্মহারা হয়ে পড়লেন এবং সাথে সাথে তিনি কেঁদে দিলেন। অতঃপর তিনি গৃহটিকে সম্বোধন করে বললেন, "হে সুন্দর গৃহ! **আল্লাহ পাকের** শপথ, যদি আমাকে মৃত্যুর সুধা পান করতে না হত, তাহলে আমি তোমার উপর সন্তুষ্ট হতাম, যদি আমাকে অন্ধকার সংকীর্ণ কবরে যেতে না হতো, তাহলে আমি দুনিয়া এবং তার মনি মানিক্য অবলোকন করে করে আমার দুনয়ন শীতল করতাম। এটা বলার পর তিনি সজোরে এতই অধিক পরিমাণে ক্রন্দন করলেন, যার ফলে তাঁর শ্বাসরুদ্ধ হয়ে তিনি মৃত্যুর মুখে পতিত হলেন। (ইত্তেহাফুল সাদাতিয যোবাইদি, ১৪তম খন্ড, ৩২ পৃষ্ঠা)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! সফলকাম ও বুদ্ধিমান ব্যক্তি সেই, যে অপরের মৃত্যু দেখে নিজের মৃত্যুর কথা স্মরণ করে এবং কবর ও পরকালীন জীবনের প্রস্তুতি গ্রহণ করে। যেমন আমাদের বুযুর্গানে দ্বীন رَحِمَهُمُ اللهُ السَّلَام গণ বলেছেন: اَلسَّعِيْدُ مَنْ وُّعِظَ بِغَيْرِهٖ অর্থাৎ 'সফলকাম ও সৌভাগ্যবান ব্যক্তি সেই, যে অপরের থেকে উপদেশ গ্রহণ করে।'

(ইত্তিহাফুল সাদাতিল মুত্তাকীন, ১৪তম খন্ড, ৩২ পৃষ্ঠা)

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “প্রতিটি উদ্দেশ্য সম্বলিত কাজ, যা দরূদ শরীফ ও যিকির ছাড়াই আরম্ভ করা হয়, তা বরকত ও মঙ্গল শূণ্য হয়ে থাকে।” (মাতালিউল মুসার্‌রাত)

মৃত্যুর স্মরণ

অন্য মনস্ক হয়ে মৃত্যুকে স্মরণ করলে যথাযথভাবে মৃত্যুর স্মরণ হবে না, কেননা মানুষতো প্রতিনিয়ত মৃত ব্যক্তির লাশ বহন করছে, জানাযার নামাযে অংশ গ্রহণ করছে। এমন কি নিজ হাতে মৃত ব্যক্তিকে কবরে দাফনও করছে। এতেও মরনের খেয়ালতো তার নিকট আসেনি। একদিন তাকে যে মরতে হবে, সে ধ্যান ধারণাও তো কখনও তার মস্তিষ্কে উদিত হয়নি। তাই মৃত্যুকে স্মরণের সর্বোত্তম পন্থা হল এটাই, মাঝে মাঝে একা নির্জনে বসে মনকে সব ধরনের দুনিয়াবী ধ্যানধারণা হতে মুক্ত করে প্রথমে মানুষকে তার ঐ সমস্ত বন্ধু-বান্ধব ও আত্মীয়-স্বজনদের কথা স্মরণ করতে হবে, যারা দুনিয়া হতে চির বিদায় নিয়ে চলে গিয়েছে। তার প্রতিবেশীদের মধ্যে যারা কবরের বাসীন্দা হয়েছেন, একেক জন করে প্রত্যেকের কথা তাকে স্মরণ করতে হবে। তাদের প্রত্যেকের চেহারা ও অবয়ব তার কল্পনা ও চিন্তা জগতে স্মৃতি চারণ করে তাকে চিন্তা করতে হবে, ঐ সমস্ত মহা মনিষীগণ আজ কোথায়? যারা স্বীয় পদ ও পেশায় নিয়োজিত থেকে অনেক উচ্চাবিলাসী আশা আকাঙ্খা পোষণ করেছিলেন। জাগতিক প্রয়োজনের তাগিদে নিজেদের ভবিষ্যত জীবনে উন্নতির জন্য যারা সদা-সর্বদা সচেষ্ট ছিলেন, তারা আজ কোথায়? তারাতো দুনিয়াতে চিরস্থায়ী থাকার স্বপ্নে বিভোর হয়ে এমন সব পরিকল্পনা মহাপরিকল্পনা হাতে নিয়েছিলেন, যা যুগ যুগ ধরে শ্রম ব্যয় করলেও

বাস্তবায়িত হওয়ার কথা নয়। তারাতো ইহকালীন সুখ শান্তি ও সমৃদ্ধির জন্য অবর্ণনীয় দুঃখ কষ্ট ও ক্লেশ ভোগ করেছিলেন, তাদের পার্থিব জীবনে অর্থবহ করে তোলার জন্য তারাতো সদা সর্বদা ব্যস্ত ছিলেন। দুনিয়ার আরাম আয়েশই তাদের কেবলমাত্র কাম্য ছিল, পার্থিব আনন্দ-আহলাদই তাদের সুপ্রিয় ছিল, তারা এমনিভাবে জীবন যাপনে অভ্যস্ত ছিলেন, মৃত্যুর কথা তারা একেবারেই ভূলে গিয়েছিল। তারা মৃত্যু সম্পর্কে সম্পূর্ণরূপে উদাসীন ছিল। আমোদ-প্রমোদে তারা এতই মত্ত ছিল, হাসি তামাশায় এতই মগ্ন ছিল। তাদের কাফনের কাপড় বাজারে বিক্রি হচ্ছিল অথচ সেদিকে তাদের কোন খেয়ালও ছিলনা। তারা শুধুমাত্রই দুনিয়ার রংঙে ও আমোদ-প্রমোদে নিমগ্ন ছিল। কিন্তু হায়! বিধির বিধান তাদের আশা-আকাঙ্খার নি:শেষ করে দিল একদিন মৃত্যু তাদের অজান্তে তাদের দুয়ারে এসে হানা দিল, মৃত্যুর করাল গ্রাস তাদের জীবনলীলা ছিন্ন করে তাদেরকে অন্ধকার কবরের অতল গহ্বরে নিক্ষেপ করল, পুত্র হারানোর শোকে পিতামাতা ভেঙ্গে পড়ল, স্বামীর শোকে স্ত্রী বাকরুদ্ধ হয়ে গেল। স্নেহময়ী পিতার বিচ্ছেদ বেদনায় সন্তান সন্ততীদের আহাজারীতে গগন পবন, মরুকান্তার করে বিদীর্ণ হল। ভবিষ্যত জীবনকে সুন্দর ও উজ্জল করার তাদের সুস্বপ্নের নীড় তাসের ঘরের মত উড়ে গেল। তাদের আশা ভরসা ধুলিসাৎ হয়ে গেল। তাদের পরিকল্পনা মহা পরিকল্পনা গুলো অসম্পূর্ণ রয়ে গেল। দুনিয়া লাভের তাদের সকল পরিশ্রম ধ্বংস হয়ে

গেল, তাদের ওয়ারিশগণ তাদের কষ্ঠে অর্জিত ধন সম্পদ বন্টন করে আমোদ প্রমোদে ভোগ করছে আর তাদের কথা ভূলে গিয়েছে।

কবরের স্মরণ

অতঃপর তাকে তাদের কবর জীবনের অবস্থা সমূহ্ খেয়াল করতে হবে। তাদের পার্থিব এ সুন্দর শরীর কিরূপ শোচনীয়ভাবে পঁচে গলে বিকৃত হয়ে গেল। তাদের ফুটফুটে সুন্দর আবয়ব কিরূপ বিশ্রী বিবর্ণ রূপ ধারণ করল, তারা যখন দুনিয়াতে খিলখিল করে হাসত, তখন তাদের মুখ থেকে মনি মুক্তা ঝড়েছিল, আজ তাদের সে মনিমুক্তা তুল্য সুন্দর দাঁত সমূহ্ ঝড়ে গেল, তাদের মূখমন্ডল দুর্গন্ধময় পূঁজে ভরে রইল, তাদের বড় বড় প্রান জুড়ানো চোখ সমূহ্ চেহারা হতে উঠে গিয়ে কপালের সাথে মিশে গেল। তাদের সুন্দর রেশমী চুলগুলো ঝড়ে মাটিতে পড়ে রইল, তাদের পাতলা পাতলা সুন্দর নাক সমূহে কীট পতঙ্গ বাসা বাধল, গোলাপের মঞ্জুরীর ন্যায় তাদের সুন্দর সুন্দর ওষ্ঠ সমূহ্ আজ সাপ বিচ্ছুর আহারে পরিণত হল। যাদের মুখের মিষ্ট ভাষায় পিতামাতার ব্যথা ভারাক্রান্ত হৃদয় আনন্দে উদ্বোলিত হত। আজ সে সব আদরের ছেলেদের জিহ্বাতে ঝুলে আছে অসংখ্য কীট পতঙ্গ, সাপ বিচ্ছু যাদের সুধাম মাংসল শরীর যুবকদের ঈর্ষায় পরিণত ছিল। আজ সে শরীর কবরের মাটির সাথে মিশে গেল। তাদের শরীরের জোড়া সমূহ্ আজ আলাদা হয়ে গেল।

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "ঐ ব্যক্তির নাক ধূলামলিন হোক, যার নিকট আমার আলোচনা হলো আর সে আমার উপর দরূদ শরীফ পড়লো না।" (হাকিম)

নিজের সাকারাত, মৃত্যু, গোসল, কাফন, জানাযা ও কবরের কষ্টের স্মরণ করা

এরপর তাকে চিন্তা করতে হবে, হায়! একদিন আমাকেও এরূপ করুন ও মর্মান্তিক অবস্থার শিকার হতে হবে। আমাকেও একদিন মৃত্যুর সুধা পান করতে হবে। আমার চক্ষুযুগল একদিন চিরতরে বন্ধ হয়ে যাবে। আমার আত্মীয় স্বজন ও বন্ধু-বান্ধবদের মাঝে কান্নার রোল পড়ে যাবে। মা আমার নয়নমনি, আমার নয়নমনি করে বিলাপ করতে থাকবে, পিতা হায়পুত্র! হায়পুত্র করে বুক চাপড়াতে থাকবে, বোনেরা ভাই ভাই করে চিৎকার করতে থাকবে, পাড়া প্রতিবেশী, আত্মীয় স্বজনেরা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে ফেলে হায় হতাশ করতে থাকবে, সকলের আর্তনাদ আহজারীতে যখন আকাশ বাতাশ নিশ্চুপ হবে, এরই মধ্যে মালাকুল মাওত আমার দেহ হতে আমার প্রাণ কবজ করে নিয়ে যাবে। তখন কেউ এগিয়ে এসে আমার চক্ষু বন্ধ করে দিতে উদ্যত হবে, অপর কেউ আমার প্রাণহীন শরীরে চাদর জড়িয়ে দিতে ব্যস্ত থাকবে।

অতঃপর আমাকে গোসল দেয়ার জন্য গোসল দাতাদেরকে আহ্বান করা হবে। তারা এসে আমাকে গোসলের খাটে শায়িত করে আমার গোসলের কাজ সম্পন্ন করে আমাকে কাফন পড়াবে। যে ঘরে আমি সারা জীবন বসবাস করেছিলাম সে ঘর হতে আকাশ বাতাশ বিদীর্ণকারী কান্নার রোলের মধ্যে আমার কাফন নিয়ে আমার আত্মীয়

স্বজনেরা কবরস্থানের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হবে। কালও যারা আমাকে নিয়ে আনন্দে লিপ্ত ছিল, আজ তারা আমার কফিন বহন করে কবরে নিয়ে যাবে। অতঃপর আমাকে কবরে শায়িত করে তারা নিজ হাতে আমার উপর রাশি রাশি মাটি চাপা দিবে। অতঃপর আমাকে নির্জন নিস্তব্ধ ভয়াল কবরে একাকী রেখে সবাই চলে আসবে। আমার মনের খুশির জন্য তখন কেউ আমার কবরে অবস্থান করবে না। হায়! হায়! অতঃপর কবরে আমার সুন্দর সুঠাম দেহ পঁচতে গলতে শুরু করবে, আমার দেহকে কীট পতঙ্গ ভক্ষণ করতে থাকবে। জানিনা, তারা প্রথমে আমার চক্ষু সমূহ কি বাইরের দিক থেকে খাবে নাকি ভিতরের দিক থেকে খাবে। হায়! হায়! আমার শরীরের উপর দিয়ে তারা তখন কতই স্বাধীনভাবে বিচরন করতে থাকবে। আমার কান, চোখ, নাক ইত্যাদি কীট পতঙ্গের আবাসভূমিতে পরিণত হবে। এভাবে নিজের নিজের মৃত্যু ও কবর জীবনের কথা চিন্তা ভাবনা করতে থাকা, অতঃপর সংকীর্ণ কবরে মুনকীর নকীর নামক দুইজন ফিরিশতার আগমন হবে, তাদের প্রশ্নোত্তর এবং কবরের আযাব সম্পর্কে গভীর চিন্তা ভাবনা করা এবং নিজে নিজের অবশ্যম্ভাবী ভয়ানক অবস্থার কথা কল্পনা করে ভীত সন্ত্রস্ত হওয়া।

এভাবে মাদানী চিন্তাধারার দ্বারা اِنْ شَآءَ الله মৃত্যুর অনুভূতি জাগ্রত হবে। তখন মন সৎকার্য সম্পাদনের প্রতি উৎসাহিত হবে এবং খারাপ কাজকে ধিক্কার জানাবে। মৃত্যুর কথা স্মরনের জন্য অন্ততপক্ষে মাসে একবার অন্ধকার স্থানে বা নির্জনে বসে **'বিরান মহল'** নামক

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করো, **আল্লাহ পাকা** তোমাদের উপর রহমত নাযিল করবেন।" (ইবনে আ'দী)

বয়ানের ক্যাসেটি শুনলে এবং নিম্নোক্ত পংক্তি পাঠ করলে বা শুনলে প্রচুর উপকার হবে।

মৃত্যুর স্মরণে পংক্তি

কবর রোযানা ইয়ে করতী হে পুকার, মুজ মে হে কিড়ে মাকুড়ে বেশুমার।
ইয়াদ রাখ মে হো আন্দেরী কোটরী, তুজ কো হোগী মুজ মে সুন ওয়াহসাত বড়ী।
মেরে আন্দর তো আকিলা আয়েগা, হা মগর আমল লেতা আয়েগা।
নরম বিস্তর ঘর পে হী রাহ জায়েঙ্গে, তুজ কো ফরশে খাক পর দাফনায়েঙ্গে।
জব আন্দেরী কবর মো তু জায়েগা, রোয়ে গা চিল্লায়েগা ঘাবরায়েগা।
কাম মাল ও যর উহা না আয়েগা, গাফিল ইনসান ইয়াদ রাখ পচতায়েগা।
জব তেরে সাথী তুজে ছোড়ায়েঙ্গে, কবর মে কিড়ে বদন কো খায়েঙ্গে।
কবর মে তেরা কাফন ফাট জায়েগা, ইয়াদ রাখ নাযুক বদন ফাট জায়েগা।
তেরা ইক ইক বা-ল ঝর জায়েগা, খুব চুরত জিসম সব সাটর জায়েগা।
আহ! ওবাল কর আঁখ ভী বাহা জায়েগা, খাল উদাড় কর কবর মে রাহ জায়েগী।
সাপ বিচ্ছু কবর মে গর আগেয়ে, কিয়া করেগা বে আমল গর খাগেয়ে।

(ওয়াসায়িলে বখশিশ ৭১১-৭১২)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

কান্না করতে করতে নিশ্বাস বন্ধ হয়ে গেল (ঘটনা)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আমাদের পূর্ব পুরুষগণ সর্বদা মৃত্যু, কবর এবং পরকালীন জীবন সম্পর্কে সচেতন ছিলেন, তাই তারা সদা সর্বদা পাপ কার্য হতে বিরত থাকতেন এবং সৎকাজে ব্যস্ত থাকতেন। তারা পার্থিব জগতের সাময়িক ভোগ বিলাসে নিমজ্জিত না হয়ে সদা সর্বদা আল্লাহর ভয়ে ভীত সন্তস্ত্র হয়ে কাঁদতে থাকতেন।

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর জুমার দিন ২০০বার দরূদ শরীফ পড়ে, তার ২০০ বছরের গুনাহ ক্ষমা হয়ে যাবে।" **(কানযুল উম্মাল)**

হযরত সায়্যিদুনা ইয়াজিদ রাক্কাশী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বর্ণনা করেন: "একদা আমি হযরত আমের বিন আবদুল্লাহ্ رَضِیَ اللهُ عَنْهُ এর দরবারে উপস্থিত হলাম এবং তাঁকে সজোরে কাঁদতে দেখলাম। এমন কি কাঁদতে কাঁদতে তাঁর অশ্রু শুকিয়ে গিয়েছে, আমি তাঁকে সজোরে কাঁদার কারন জিজ্ঞাসা করলে, তিনি আমাকে বলেন, আমি সে দীর্ঘ রজনীর ভয়ে কাঁদছে। যে রাতের শেষ হয়ে সকাল হবে কিয়ামত দিবসে। অর্থাৎ কবরের দীর্ঘ রাতের হৃদয় বিদারক দৃশ্যই আমাকে সজোরে কাঁদাচ্ছে। **(আল মোজালেসা, ১ম খন্ড, ১৯৯ পৃষ্ঠা)**

মৃত্যুকে স্মরণ করা কেন প্রয়োজন?

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আমাদের পূর্ব পুরুষগণ আমাদের সামনে কবর ও হাশরের ভয়ানক অবস্থার বর্ণনা উপস্থাপন করে আমাদেরকে মৃত্যু সম্পর্কে সজাগ করে তুলেছেন এবং মৃত্যুর আগমনের পূর্বে মৃত্যুর প্রস্তুতি গ্রহণের জন্য আমাদেরকে অনুপ্রাণিত করেছেন। হুজ্জাতুল ইসলাম হযরত সায়্যিদুনা ইমাম গাজ্জালী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বর্ণনা করেন, ঐ ব্যক্তি, মৃত্যু হবে যার জীবন শেষের সময়, মাটি হবে যার বিছানা, কবর হবে যার ঠিকানা, মাটির গভীরতা হবে যার আবাসস্থল, কীট পতঙ্গ হবে যার নিত্য সঙ্গী, মুনকীর-নাকীর হবে যার প্রশ্নকর্তা, কিয়ামত হবে যার গন্তব্যস্থল, জান্নাত বা জাহান্নাম হবে যার পদার্পন স্থান তাকে শুধু মৃত্যুর স্মরণেই বিভোর থাকতে হবে। মৃত্যুর কল্পনায় মগ্ন থাকতে হবে। সদা সর্বদা মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত

রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি জুমার দিন আমার উপর দরূদ শরীফ পড়বে, কিয়ামতের দিন আমি তার জন্য সুপারিশ করবো।" **(কানযুল উম্মাল)**

থাকতে হবে, মৃত্যুর অপেক্ষায় অপেক্ষামান থাকতে হবে, নিজকে মৃত ব্যক্তিদের মধ্যে গণনা করে নিজকে মৃত ব্যক্তি হিসাবে ধরে নিতে হবে। কেননা প্রবচন আছে, كُلُّ مَاهُوَاتٍ قَرِيْبٌ অর্থাৎ 'যা ঘটমান, তা সন্নিকটেই।' **(ইয়াহইয়াউল উলুম, ৪র্থ খন্ড, ৪৭৫ পৃষ্ঠা)**

নবী করীম, রউফুর রহিম, হুযুর পূরনূর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: "সে ব্যক্তিই বুদ্ধিমান ও সুবিজ্ঞ ও জ্ঞানী। যে নিজের হিসাব নিকাশ করে এবং মৃত্যু ও মৃত্যু পরবর্তী জীবনের জন্য সদা সর্বদা প্রস্তুত থাকে।" **(তিরমিযী শরীফ, ৪র্থ খন্ড, ২০৭ পৃষ্ঠা, হাদীস: ২৪৬৭)**

কৌশল জিজ্ঞাসিত ব্যক্তি বেহুশ হয়ে পড়ল

আমাদের বুজুর্গানে দ্বীন رَحِمَهُمُ اللهُ السَّلَام গণ মৃত্যু এবং এ দুনিয়া হতে চিরবিদায় নেয়ার কথাকেই বেশি বেশি স্মরণ করতেন। বরং কখনও কখনও তাঁরা মৃত্যু, কবর ও হাশর সম্পর্কে এতই অধিক চিন্তা করতেন যে, ঐগুলো ভয়ে তারা বেহুশ হয়ে পড়তেন।হযরত সায়্যিদুনা ইয়াজিদ রাক্কাশী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর নিকট যদি কেউ তাঁর অবস্থা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করত এবং তাঁর কৌশলাদি জানতে চাইত তখন তিনি বলতেন, মৃত্যু যার অবধারিত মাটির গভীরতা যার ঠিকানা, কবর যার আশ্রয়স্থল, কীট পতঙ্গ যার নিত্য সঙ্গী এবং মহাপ্রলয় তথা কিয়ামতের জন্য যিনি অপেক্ষমান তার অবস্থা কি কখনও ভাল হতে পারে। এটা বলার সাথে সাথে তাঁর অন্তর বিগলিত হয়ে যেত এবং কাঁদতে কাঁদতে তিনি বেহুশ হয়ে পড়তেন।

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "আমার প্রতি অধিকহারে দরূদ শরীফ পাঠ করো, নিশ্চয় আমার প্রতি তোমাদের দরূদ শরীফ পাঠ, তোমাদের গুনাহের জন্য মাগফিরাত স্বরূপ।" (জামে সগীর)

সকাল বেলা কিরূপ কাটিয়েছিলেন? (ঘটনা)

এভাবে হযরত সায়্যিদুনা মালিক বিন দিনার رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ কে কেউ জিজ্ঞাসা করল: "আপনি সকাল বেলা কিরূপ কাটিয়েছিলেন?" উত্তরে তিনি বললেন: "ঐ ব্যক্তির সকাল বেলা কিরূপ হতে পারে যিনি এক জগত হতে আরেক জগতে পদার্পন করবেন এবং ইহকাল হতে পরপারে যাত্রা করবেন। তিনি জানেন না, তাঁর ঠিকানা কি জান্নাতে হবে না কি জাহান্নামে।" (তাম্বীহুল গাফেলীন, ৩০৬ পৃষ্ঠা)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আমাদের ও একান্ত প্রয়োজন, সে সমস্ত বুজুর্গানে দ্বীনের মাদানী চিন্তাধারা হতে শিক্ষা গ্রহণ করে মৃত্যু এবং পরকালীন জীবনের জন্য প্রস্তুতি গ্রহনে মনোনিবেশ করা এবং এ নশ্বর জগতের সুখশান্তির আশা-ভরসা পরিত্যাগ করে পরকালীন জীবনের প্রস্তুতি গ্রহনে ব্যস্ত হয়ে পড়া।

আবাস স্থল বিলীন (ধ্বংস) হয়ে যাবে

আমীরুল মুমেনিন হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আবদুল আযিয رَضِیَ اللهُ عَنْهُ তাঁর এক ভাষণে বলেছেন, "হে মানবজাতি! দুনিয়া তোমাদের চিরস্থায়ী ঠিকানা নয়। দুনিয়া এমন এক ক্ষণস্থায়ী জগত, যার ধ্বংস অনিবার্য ও অবশ্যম্ভাবী এবং এ জগত হতে বিদায় নিয়ে অন্যত্রে চলে যাওয়া **আল্লাহ পাক** অনেক আগে থেকে নির্ধারণ করে রেখেছেন। অচিরেই তোমাদের নির্মিত এ বিলাস বহুল অট্টালিকা ও দালানকোঠা ভেঙ্গে চুরমার হয়ে বিরান ভূমিতে পরিণত হবে এবং ঐ

সব দালান কোঠার বাসিন্দারা অচিরেই তা হতে চির বিদায় গ্রহণ করবে। সুতরাং হে মানব জাতি! **আল্লাহ** তোমাদের উপর সদয় হোন, তোমরা এ দুনিয়া হতে সর্বোত্তম পাথেয় নিয়ে পরপারে যাত্রা কর এবং তোমরা সফরের পাথেয় সংগ্রহ কর। আর পরপারের যাত্রার সর্বোত্তম পাথেয় হল তাকওয়া বা খোদাভীতি। **(ইয়াহইয়াউল উলুম, ৪র্থ খন্ড, ৪৮৪ পৃষ্ঠা)**

দুনিয়া ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে!

কোটি কোটি শাফেয়ী মতাবলম্বীদের নয়নমনি হযরত সায়্যিদুনা **ইমাম শাফেয়ী** رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ তাঁর কোন এক বক্তৃতায় বর্ণনা করেছেন: "নিশ্চয়ই দুনিয়া পদস্খলন ও লাঞ্ছনার স্থান। দুনিয়ার সকল বস্তু নশ্বর ও ধ্বংসশীল । এর বাসীন্দারা অদূর ভবিষ্যতে কবরের গভীরে নিক্ষিপ্ত হবে। এর অর্জন বিসর্জনের উপর এতে আগমন নির্গমনের উপরই নির্ভরশীল। এর স্বচ্চলতা অস্বচ্চলতায় পরিণত হবে। এর ধনাঢ্যতা দীনতাতে প্রাচুর্য্যতা নিঃস্বতাতে, আধিক্যতা স্বল্পতাতে পরিণত হবে। দুনিয়াতে অভাব অনটনের দুর্বিসহ জীবন যাপনে নিহিত রয়েছে প্রকৃত পক্ষে অনাবিল সূখ ও শান্তি। তাই আপনারা ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে **আল্লাহ**র দরবারে তওবা করুন এবং **আল্লাহ** প্রদত্ত রিযকের উপর সন্তুষ্ট থাকুন। পার্থিব জগতের সাময়িক ও সামান্য সূখ শান্তির বিনিময়ে অনন্তকালের অসীম ও অফুরন্ত সুখ শান্তিকে বিসর্জন দিবেন না। আপনার গোটা জীবনটাই হল পড়ন্ত ছায়া ও ভঙ্গুর দেয়ালের মত। তাই আপনারা বেশি বেশি করে সৎকাজে

লিপ্ত হোন এবং দুনিয়ার লোভ লালসা, আশা-আকাঙ্খা সম্পূর্ণরূপে পরিহার করুন।

আজই আমল করার সুবর্ণ সুযোগ!

শেরে খোদা হযরত সায়্যিদুনা আলী رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ একদা কুফা নগরীতে বক্তৃতা দেয়ার সময় বলেছিলেন: "হে সমবেত মুসল-ীরা! আমি তোমাদের মধ্যে আশংখা করছি, মনে হয় তোমরা তোমাদের দীর্ঘ আশা-আকাংখার ফাঁদে পড়ে এবং নিজ নফসের দাসে পরিণত হয়ে পরকালের কথা একেবারেই ভূলে যাবে। তোমরা জেনে রাখ, দুনিয়ার দীর্ঘ আশা আকাংখা আখিরাতের কথা ভুলিয়ে দেয়। সাবধান! মানুষের প্রবৃত্তি ও স্পৃহা তাকে সত্য পথ হতে বিচ্যুত করে। সাবধান! অচিরেই দুনিয়ার অবসান ঘটবে এবং আখিরাতের সূচনা হবে, আজ দুনিয়াতেই আমল করার সুবর্ণ সুযোগ। দুনিয়া হিসাব নিকাশের স্থান নহে। আর কিয়ামত দিবস হবে হিসাব নিকাশ বিচার ফায়সালার দিন, সেদিন আমল করার কোন সুযোগ থাকবে না।

পরকালীন জীবনের প্রস্তুতির জন্যই ইহকালীন জীবন

হযরত সায়্যিদুনা ওসমান رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ তাঁর জীবনের শেষ খুৎবাতে বর্ণনা করেন, "**আল্লাহ্ তায়ালা** তোমাদেরকে দুনিয়াতে এজন্যই প্রেরণ করেছেন, যাতে তোমরা আখিরাতের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করতে পার। তিনি তোমাদেরকে দুনিয়াতে চিরকাল জীবন যাপন ও

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "তোমরা যেখানেই থাকো আমার উপর দরূদে পাক পড়ো। কেননা, তোমাদের দরূদ আমার নিকট পৌঁছে থাকে।" (তাবারানী)

বসবাস করার জন্য প্রেরণ করেননি। নিশ্চয়ই দুনিয়া হল নশ্বর ও ধ্বংসশীল। আর আখিরাত হল অবিনশ্বর ও চিরস্থায়ী। সুতরাং তোমাদের সাবধান হয়ে যাওয়া উচিত। যাতে তোমরা এ দুনিয়ার লোভে পড়ে পরকালকে ভুলে না যাও। তোমরা এ নশ্বর জগতকে অবিনশ্বর জগতের উপর প্রাধান্য দিও না। কেননা দুনিয়া হল ধ্বংসশীল। নিশ্বয়ই **আল্লাহ পাকের** নিকটই তোমাদের প্রত্যাবর্তন হবে। সুতরাং তোমরা **আল্লাহ পাক**কে ভয় কর। কেননা খোদাভীতিই তোমাদেরকে **আল্লাহ পাকের** কঠিন শাস্তি হতে রক্ষা করবে এবং খোদা ভীতিই **আল্লাহ পাকের** সান্নিধ্য লাভের একমাত্র মাধ্যম। (প্রাগুক্ত)

হে ইয়ে দুনিয়া বে ওফা আখির ফানা, না রাহা ইস মে গদা না বাদশাহ।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! বয়ানের শেষে সুন্নাতের ফযীলত এবং কিছু সুন্নাত ও আদব বয়ান করার সৌভাগ্য অর্জন করছি। **প্রিয় নবী হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যে আমার সুন্নাতকে ভালবাসলো সে আমাকে ভালবাসলো, আর যে আমাকে ভালোবাসলো সে আমার সাথে জান্নাতে থাকবে। (ইবনে আসাকির ৯ /৩৪৩পৃষ্ঠা)

সিনা তেরী সুন্নাত কা মদীনা বনে আক্বা,
জান্নাত মে পড়োছি মুঝে তুম আপনা বানানা।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করা ভুলে গেলো, সে জান্নাতের রাস্তা ভুলে গেলো।" (তাবারানী)

কাফন সম্পর্কিত ১৬টি মাদানী ফুল

❁ **প্রিয় নবী হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর ৬টি বাণী: (১) যে মৃত ব্যক্তিকে কাফন পরিধান করাবে তার জন্য মৃত ব্যক্তির প্রত্যেক পশমের বিনিময়ে একটি করে নেকী লিখে দিবেন। (তারিখে বাগদাদ, ৪/২৬৩) হযরত আল্লামা আব্দুর রাউফ মুনাবী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ হাদীসের পাকের এই অংশে "যে মৃত ব্যক্তিকে কাফন দিবে" এর ব্যাখ্যায় বলেন: যে আপন সম্পদ দ্বারা কাফনের ব্যবস্থা করে। (আল আত তাইসির, ২৪৪/৬৯০) (২) যে মৃত ব্যক্তিকে কাফন দিবে **আল্লাহ পাক** তাকে জান্নাতে পাতলা এবং চাওড়া রেশমী কাপড় পরিধান করাবে। (আল মুসতাদরাক ১/৬৯০, হাদীস: ১৩৮০) (৩) যে কোন ব্যক্তিকে গোসল দিবে, কাফনের কাপড় পরিধান করাবে, সুগন্ধ লাগিয়ে দিবে, জানাযা কাঁধে নিবে, নামায আদায় করবে এবং আপত্তিকর কোন কিছু দেখলে তা গোপন রাখবে, তাহলে সে গুনাহ থেকে এমন পবিত্র হয়ে যাবে যেভাবে সে মায়ের পেট থেকে জন্ম গ্রহণের দিন ছিল। (ইবনে মাজাহ, ২/২০১, হাদীস ১৪৬২) হাদীসে পাকের এই অংশে আপত্তিকর কোন কিছু দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, যা প্রকাশ করার জন্য উপযুক্ত না যেমন চেহারার রং কালো হয়ে যাওয়া। (৪) মৃত ব্যক্তিকে উত্তম কাফন দ্বারা দাফন দাও কেননা সে আপন কবরের মধ্যে পরস্পরের সাথে মিলিত হবে এবং উত্তম কাফন দ্বারা সে খুশি হয়। (আল ফেরদৌস, ১/৯৮, হাদীস ৩১৭) (৫) যখন তোমাদের কেউ আপন ভাইকে কাফন দেয়, তখন যেন সে ভাল কাফনের কাপড়

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেনঃ "যে ব্যক্তি আমার উপর একবার দরূদ শরীফ পড়ে, **আল্লাহ পাক** তার উপর দশটি রহমত নাযিল করেন।" **(মুসলিম শরীফ)**

দেয়। **(মুসলিম, ৪৭০ পৃষ্ঠা, হাদীস ৯৪৩)** (৬) মৃত ব্যক্তিকে সাদা কাফন পরিধান করিয়ে দাফন করাও। **(তিরমিযী, ২/ ১০৩, হাদীসঃ ৯৯৬)**

কাফন পরিধান করানোর নিয়্যত

✱ কাফন পরিধান করানোর নিয়্যতঃ **আল্লাহ পাকের** সন্তুষ্টি অর্জন এবং আখিরাতের সাওয়াব অর্জনের জন্য আপন মৃত্যুর পর স্বয়ং নিজেকে পরিধান করা কাফনকে স্মরণ করে ফরযে কিফায়া আদায় করার জন্য মৃত ব্যক্তিকে সুন্নাত অনুযায়ী কাফন পরিধান করাবো। ✱ মৃত ব্যক্তিকে কাফন পরিধান করানো ফরযে কিফায়া অর্থাৎ কেউ একজন দিয়ে দিলে সবার পক্ষ থেকে ফরয আদায় হয়ে যাবে আর তা না হলে যারা যারা সংবাদ শুনেছে আর কাফন পরিধান করাই নাই তারা সবাই গুনাহগার হবে।

পুরুষের কাফনের সুন্নাত

১. লিফাফাঃ অর্থাৎ চাদর ২. ইযারঃ অর্থাৎ তেহবন্দ ৩. কামীসঃ অর্থাৎ জামা। মহিলার জন্য এই তিনটির সাথে সাথে আরো দুইটি দিতে হবে ৪. উড়না ৫. সিনাবন্দ। **(আলমগীরি, ১/১৬০)**

✱ যে নাবালিগ প্রাপ্ত বয়সের সীমায় পৌঁছেছে তার উপর প্রাপ্ত বয়স্কের হুকুম প্রযোজ্য হবে, অর্থাৎ প্রাপ্ত বয়স্কের জন্য যতোগুলো কাফনের কাপড় কমপক্ষে দেয়া হয়, তাতেও ততগুলো দিবে এবং এর চেয়ে ছোট ছেলের জন্য ১টি কাপড় (ইযার) এবং ছোট মেয়ের জন্য দুটি কাপড় (লিফাফা ও ইযার) দিবে আর ছোট

ছেলেকেও দুটি কাপড় (লিফাফা এবং ইযার) দেয়া হলে ভালো আর উত্তম হলো যে, উভয়কেই পরিপূর্ণ কাফন দেয়া, যদিও এক দিনের বাচ্চা হোক না কেন। (বাহারে শরীয়ত, ১/৮১৯) (প্রাপ্ত বয়স্ক পুরুষ বলতে তাকে বুঝায় যার অন্তর মহিলার সংস্পর্শের প্রবল ইচ্ছা জাগে এবং প্রাপ্ত বয়স্ক মহিলা হলো যাকে দেখে কোন পুরুষের প্রবল ইচ্ছা সৃষ্টি হয়। এ ক্ষেত্রে পুরুষের বয়স ১২ বছর এবং মহিলার ৯ বছর নির্ধারণ করা হয়। (বাহারে শরীয়তের পাদটীকা, ১/৮১৯)

✱ শুধুমাত্র ওলামা ও মাশায়েখকে পাগড়ি সহকারে দাফন করা যাবে, সাধারণ মানুষকে পাগড়ি সহকারে দাফন করা নিষেধ। (মাদানি অচিয়ত নামা, ৪ পৃষ্ঠা) ✱ পুরুষের শরীরে এরকম সুগন্ধ লাগানো নাজায়িয যার মধ্যে জাফরানের মিশ্রণ রয়েছে, আর মহিলারা লাগাতে পারবে তাদের জন্য জায়েয। (বাহারে শরীয়ত, ১/৮২১) ✱ যে ব্যক্তি ইহরাম বেঁধেছে (আর এ অবস্থায় মৃত্যু বরণ করেছে) তবে তার শরীরেও সুগন্ধ লাগানো যাবে এবং তার চেহারা ও মাথা কাফন দ্বারা ঢেকে রাখা যাবে। এভাবে

কাফনের বিস্তারিত বিবরণ

(১) লিফাফা: অর্থাৎ চাদর, মৃত ব্যক্তির দৈর্ঘ্য থেকে এতটুকু পরিমাণ বড় হবে, যাতে উভয় প্রান্তে বাঁধা যায়। (২) ইযার: অর্থাৎ তেহবন্দ, ছোট (অর্থাৎ মাথার উপর থেকে পায়ের তালু পর্যন্ত অর্থাৎ লিফাফা হতে এতটুকু পরিমাণ ছোট যা বাঁধার জন্য অতিরিক্ত রাখা হয়েছিল। (৩) কামীস: অর্থাৎ জামা, গর্দান থেকে হাটুর নিচ পর্যন্ত

এবং সামনে ও পিছনে উভয়দিকে সমান হবে। এতে বুক ফারা ও আস্তিন থাকবেনা। পুরুষদের কামীস কাঁধের দিকে আর মহিলাদের কামীস বুকের দিকে ছিড়বে। (৪) উড়না: তিন হাত হতে হবে অর্থাৎ দেড় গজ। (৫) সীনাবন্দ: স্তন থেকে নাভী পর্যন্ত হবে এবং উত্তম হচ্ছে যে, রান পর্যন্ত হওয়া। (বাহারে শরীয়ত, ১/৮১৮) সাধারণত তৈরিকৃত কাফন কিনে নেয়া হয়, এতে মৃতের দেহ অনুযায়ী সুন্নাত সম্মত সাইজ নাও হতে পারে, এটাও হতে পারে, এতলম্বা হয়ে গেলো যে, অপচয়ের মধ্যে অন্তভূক্ত হয়ে যায়, তাই সতর্কতা এতেই যে, থান থেকে প্রয়োজনীয় কাপড় কেটে নেয়া। ✱ কাফন উত্তম হওয়া উচিত, অর্থাৎ পুরুষেরা ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আযহা এবং জুমার জন্য যেরূপ কাপড় পরিধান করতো এবং মহিলারা বাপের বাড়ী যাওয়ার জন্য যেরূপ কাপড় পরিধান করে সেরূপ মূল্যবান হওয়া উচিত।

(বাহারে শরীয়ত, ১/৮১৮)

কাফন পরিধানের পদ্ধতি

✱ গোসল দেয়ার পর কোন পবিত্র কাপড় দ্বারা আস্তে আস্তে করে ভালোভাবে শরীর মুছে দিন যাতে ভিজে না যায়, কাফনে এক, তিন বা পাঁচ অথবা সাতবার ধোঁয়া দিন। এর চেয়ে বেশী দিবেন না, অতঃপর এভাবে বিছাবেন, যেনো প্রথমে লিফাফা অর্থাৎ বড় চাদর এর উপর তাহবন্দ এবং এর উপর কামীস রাখুন। এবার মৃত ব্যক্তিকে এর উপর শয়ন করান এবং কামীস পড়ান, অতঃপর দাড়িতে (না থাকলে চিবুকে) ও সমস্ত শরীরে সুগন্ধি মালিশ করুন, ঐসকল

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তির নিকট আমার আলোচনা হলো আর সে আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করলো না, তবে সে মানুষের মধ্যে সবচেয়ে কৃপণ ব্যক্তি।” (আত্ তারগীব ওয়াত্ তারহীব)

অঙ্গ যা দ্বারা সিজদা করা হয় অর্থাৎ কপাল, নাক, হাত, হাঁটু ও পায়ে কাপুর লাগান। অতঃপর ইযার অর্থাৎ তাহবন্দ বিছাবে, প্রথমে বাম দিক থেকে তারপর ডান দিক থেকে জড়িয়ে নিন। এরপর লিফাফা এটাও প্রথমে বাম দিকে অতঃপর ডান দিক থেকে জড়িয়ে নিন, যেনো ডান য়েন উপরে থাকে। মাথা ও পায়ের দিকে বেধেঁ দিন, তাতে উড়ে যাওয়ার সম্ভবনা থাকবেনা। মহিলাকে কামীস পড়ান এবার তার চুলকে দুই ভাগে ভাগ করে কামীসের উপর বুকের উপর রেখে দিন এবং ওড়নাকে অর্ধেক পিঠের নিচে বিছিয়ে তা মাথার উপর দিয়ে এনে মুখের উপর নিকাবের মতো করে দিন, যেনো বুকের উপর থাকে। এর দৈর্ঘ্য অর্ধ পিঠ এর নিচে পর্যন্ত প্রস্থ এক কানের লতি থেকে অপর কানের লতি পর্যন্ত হবে। অতঃপর ইযার ও লিফাফা বিছিয়ে এসবের উপর সীনাবন্দ স্তনের উপরিভাগ থেকে রান পর্যন্ত এনে কোন রশি দ্বারা বেঁধে দিন।

(আরো বিস্তারিত জানার জন্য বাহারে শরীয়ত ১ম খন্ড ৮১৭-৮২২ পর্যন্ত অধ্যয়ন করুন) সুন্নাত সমূহ শিখার জন্য মাকতাবাতুল মদীনা হতে প্রকাশিত দুইটি কিতাব (১) ৩১২ পৃষ্ঠা সম্বলিত কিতাব **বাহারে শরীয়ত ১৬তম খন্ড** ও (২) ১২০ পৃষ্ঠা সম্বলিত কিতাব **সুন্নাতি আওর আদব”** হাদিয়ার বিনিময়ে সংগ্রহ করে অধ্যয়ন করুন। সুন্নাত প্রশিক্ষণের একটি উত্তম মাধ্যম দাওয়াতে ইসলামীর মাদানী কাফেলায় আশিকানে রাসূলের সাথে সুন্নাতে ভরা সফরও করুন।

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "প্রতিটি উদ্দেশ্য সম্বলিত কাজ, যা দরূদ শরীফ ও যিকির ছাড়াই আরম্ভ করা হয়, তা বরকত ও মঙ্গল শূণ্য হয়ে থাকে।" (মাতালিউল মুসার্‌রাত)

লূঠনে রহমতে কাফিলে মে চলো, শিখনে সুন্নাতে কাফিলে মে চলো।
হুগী হাল মুশকিলে কাফিলে মে চলো, খতমে হো শা'মিলে কাফিলে মে চলো।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!

صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

এই রিসালাটি পাঠ করার পর সাওয়াবের নিয়্যতে অপরকে দিয়ে দিন।

মদীনার ভালবাসা, জান্নাতুল বাক্বী, ক্ষমা ও বিনা হিসাবে জান্নাতুল ফিরদাউসে প্রিয় আক্বা ﷺ এর প্রতিবেশী হওয়ার প্রত্যাশী।

৩০ রবিউস সানি ১৪৩৯ হিঃ
১৮-০১-২০১৮ ইং

তথ্যসূত্র

কিতাব	প্রকাশনা	কিতাব	প্রকাশনা
কুরআন		মানাকিবে শাফেয়ী	
মুসলিম	দারে ইবনে হাযম বৈরুত	রউযুর রিয়াহীন	দারুল ফিকর বৈরুত
আবু দাউদ	দারু ইহইয়াউত তুরাসিল আরবী বৈরুত	তাম্বিহুল গাফেলিন	দারুল কিতাবুল আরবী বৈরুত
তিরমিযী	দারুল ফিকর বৈরুত	আল-মাজালিসাত	দারুল কুতুবিল ইলমিয়া বৈরুত
ইবনে মাজাহ	দারুল মারিফাত বৈরুত	যম্মুল হাওয়া	দারুল কুতুবিল ইলমিয়া বৈরুত
আল মুসতাদরাক	দারুল মারিফাত বৈরুত	ইহ্‌ইয়াউল উলুম	দারে সদর বৈরুত
আল ফিরদৌস	দারুল কুতুবিল ইলমিয়া বৈরুত	ইত্তিহাফুস সাআদা	দারুল কুতুবিল ইলমিয়া বৈরুত
আত তারগীব ওয়াত তারহীব	দারুল কুতুবিল ইলমিয়া বৈরুত	মুসতাত্বরাফ	দারুল কুতুবিল ইলমিয়া বৈরুত
আত তাইসির	দারুল কুতুবিল ইলমিয়া বৈরুত	আলমগিরী	দারুল ফিকর বৈরুত
মিরআত	যিয়াউল কুরআন পাবলিকেশন মারকাযুল আউলিয়া লাহোর	বাহারে শরীয়াত	মাকতাবাতুল মদীনা বাবুল মদীনা করাচী
তারিখে বাগদাদ	দারুল কুতুবিল ইলমিয়া বৈরুত	মাদানী ওসীয়তনামা	মাকতাবাতুল মদীনা বাবুল মদীনা করাচী
তারিখে দামেশক	দারুল ফিকর বৈরুত	ওয়াসায়িলে বখশিশ	মাকতাবাতুল মদীনা বাবুল মদীনা করাচী

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰی سَیِّدِ الْمُرْسَلِیْنَ اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّیْطٰنِ الرَّجِیْمِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

নেক-নামাযী হওয়ার জন্য

প্রত্যেক বৃহস্পতিবার ইশার নামাযের পর আপনার শহরে অনুষ্ঠিত দা'ওয়াতে ইসলামীর সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমায় আল্লাহ্ পাকের সন্তুষ্টির জন্য ভাল ভাল নিয়্যত সহকারে সারা রাত অতিবাহিত করুন। ❁ সুন্নাত প্রশিক্ষণের জন্য আশিকানে রাসূলের সাথে প্রতি মাসে তিন দিন কাফেলায় সফর এবং ❁ প্রতিদিন "পরকালিন বিষয়ে চিন্তা ভাবনা" করার মাধ্যমে মাদানী ইনআমাতের পুস্তিকা পূরণ করে প্রত্যেক মাসের ১ম তারিখ আপনার এলাকার যিম্মাদারকে জমা করানোর অভ্যাস গড়ে তুলুন।

আমার মাদানী উদ্দেশ্য: "আমাকে নিজের এবং সারা দুনিয়ার মানুষের সংশোধনের চেষ্টা করতে হবে।" إن شاء الله নিজের সংশোধনের জন্য মাদানী ইনআমাতের পুস্তিকার উপর আমল এবং সারা দুনিয়ার মানুষের সংশোধনের জন্য "কাফেলায়" সফর করতে হবে। إن شاء الله

নেকীতে থাকুন

মাকতাবাতুল মদীনার বিভিন্ন শাখা

হেড অফিস : গোলপাহাড় মোড়, ও.আর. নিজাম রোড, পাঁচলাইশ, চট্টগ্রাম। মোবাইল: ০১৭১৪১১২৭২৬
ফয়যানে মদীনা জামে মসজিদ, জনপথ মোড়, সায়েদাবাদ, ঢাকা। মোবাইল: ০১৯২০০৭৮৫১৭
কে. এম. ভবন, দ্বিতীয় তলা, ১১ আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম। মোবাইল ও বিকাশ নং: ০১৮৪৫৪০৩৫৮৯
ফয়যানে মদীনা জামে মসজিদ, নিয়ামতপুর, সৈয়দপুর, নীলফামারী। মোবাইল: ০১৭২২৬৫৮৩৫২
E-mail: bdmaktabatulmadina26@gmail.com, bdtarajim@gmail.com, Web: www.dawateislami.net